৪৫তম জাতীয় সমবায় দিবস

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, শনিবার, ২১ কার্তিক ১৪২৩, ০৫ নভেম্বর ২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
প্রিয় সমবায়ী ভাই ও বোনেরা,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

৪৫তম জাতীয় সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি জাতীয় সমবায় পুরস্কার অর্জনকারীদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ বছর জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'সমবায়ের দর্শন টেকসই উন্নয়ন'। এই শ্লোগান সময়োপযোগী।

বক্তব্যের শুরুতে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোন ও জাতীয় চার নেতাকে। ১৫ আগস্টের শহীদদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

সমবায় একটি দর্শন। সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি শক্তিশালী কৌশল। যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক বৈষম্য দূর করে একটি শান্তির সমাজ গড়ে তোলা যায়। সরকার গঠনের পর আমাদের গৃহীত বাস্তবধর্মী নীতি-কৌশলের কারণে সমাজে বিদ্যমান ধনী-গরীবের বৈষম্য অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশ, দেশ পূনর্গঠনকালেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়ের মাধ্যমে এ দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কৃষি, ভূমি ব্যবস্থাপনা, শিল্প উদ্যোগ, কৃষি ঋণ বিতরণ- সকল ক্ষেত্রে সমবায় কৌশলকে কাজে লাগিয়ে স্থায়ী অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি সংবিধানে সমবায়কে রাষ্ট্রীয় সম্পদের মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

জাতির পিতা অর্থনৈতিক মুক্তিতে সমবায়ের গুরুত্ব তুলে ধরে ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী ঘোষণায় বলেন- ''গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে জমি নিয়ে যাব তা নয়। পাঁচ বছরের প্ল্যান-এ বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে এই কো-অপারেটিভ-এ জমির মালিকের জমি থাকবে।''

বঙ্গবন্ধু আরও বলেন,''আপনার জমির ফসল আপনি পাবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গভর্ণমেন্টের হাতে।''

এই ভাষণেই জাতির পিতা যুব সমাজের উদ্দেশ্যে বলেন, ''আমার যুবক ভাইয়েরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর উপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে।''

সকলের মাঝে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন- ''আপনাদের ফুলপ্যান্টটা একটু হাফপ্যান্ট করতে হবে। পাজামা ছেড়ে লুঙ্গি পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কো-অপারেটিভকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে। যুবক চাই, ছাত্র চাই, সকলকে চাই।''

১৯৭৫ সালে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির নগ্ন আক্রোশ এই স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষটির সাথে তাঁর দেখা স্বপ্নকেও হত্যা করতে চেয়েছে। তারা দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থকে উপেক্ষা করে রাজনীতির নামে দেশ বিরোধী কর্মকান্ডের মাধ্যমে নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে চেয়েছে। দেশের সার্বিক উন্নয়নকে তারা পিছিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু আমরা দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলে তাদের অপকর্মের প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছি। বঙ্গবন্ধুর শাহাদাতের ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়াম লীগ সরকার গঠনের পর সমবায়ে নতুন প্রাণ সঞ্চারের কর্মসূচী গ্রহণ করি। আমরাই সাধারণ সমবায়ীদের জন্য বাংলা ভাষাতে সমবায় আইন প্রণয়ন করি।

সমবায় প্রসঙ্গে জাতির পিতা বলেছিলেন ''আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরীব কৃষকেরা যৌথভাবে উৎপাদন ও যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে।''

সুধিবৃন্দ,

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনেন। তিনি সমতা ভিত্তিক সমাজের স্বপ্ন দেখতেন। আর সমবায় বৈষম্য-হ্রাস এবং সমতাভিত্তিক সমাজের কথাই বলে।

জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল, সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলায় ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠবে। সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ এসব শিল্পের মালিক হবে। জাতির পিতার দর্শনকে ধারণ করেই সরকার প্রতিটি গ্রামে সমবায় ভিত্তিক মৎস্য খামারসহ গবাদী পশুর খামার, হাঁস-মুরগীর খামার, সামাজিক বনায়ন, সমিতির মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন, তাঁত ও সেলাই, হস্ত শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কুটির শিল্প, মৃৎ শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

শিক্ষিত-অর্ধ-শিক্ষিত বেকার ও কর্মক্ষম যুব সম্প্রদায়কে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। পোল্ট্রি, কম্পিউটার, গবাদী পশু পালন, ক্যাটারিং, ড্রাইভিং, ফুল সাজানো, দর্জির কাজ, ব্লক-বাটিক ও স্ক্রীন প্রিন্ট ইত্যাদি কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণের পর সরকারী-বেসরকারী পুঁজির সহায়তায় সমবায়ের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে।

সমবায়ের সম্প্রসারণে আমাদের সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে-

- জাতীয় সমবায় নীতিমালা ২০১৩ এবং সংশোধিত সমবায় আইন ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- দেশে সমবায় ভিত্তিক 'একটি বাড়ী একটি খামার' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি।
- আর মাইক্রোক্রেডিট নয়, আমরা ক্ষুদ্র সঞ্চয় বা মাইক্রো সেভিংস'র ব্যবস্থা করেছি। গড়ে তুলেছি 'পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক'।
- এ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ৪০ হাজার ৫২৭টি সংগঠন সৃষ্টি করা হয়েছে।
- এ সকল সংগঠনের উদ্যোগে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা মূলধন সৃষ্টি হয়েছে।
- দেশে এই মুহূর্তে ১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৯৫৬টি নিবন্ধিত সমবায় প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১ কোটি ১ লক্ষ ৫ হাজার ৯৮৫ জন সদস্য রয়েছে।
- সমবায় সমিতিগুলোর কার্যকরী মূলধন প্রায় ১৩ হাজার ৫৫৭ কোটি টাকা এবং মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৮ হাজার ৯৫০ কোটি টাকা।
- সমবায়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৮ লক্ষ ১৮ হাজার ৮৭৬ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।
- গত ৭ বছরে দারিদ্র্যের হার ২০ শতাংশ কমাতে সক্ষম হয়েছি।
- আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ৮৭ হাজার ১২২টি পরিবারকে আশ্রয় দেয়া হয়েছে।
- এই প্রকল্পে আশ্রিতদের প্রশিক্ষণের পর ৯৬.৪৭ কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে।
- সমবায়ের মাধ্যমে দুগ্ধ খাতের উন্নয়ন এবং মাংসের চাহিদা পূরণের প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি।
- দুগ্ধ খাতের উন্নয়নে মিল্কভিটাসহ প্রায় ৩৩৫ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- ইতোমধ্যে সমবায় ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রিয় সমবায়ী ভাই ও বোনেরা,

এ দেশে সার ও বিদ্যুতের দাবিতে আন্দোলনরত কৃষক, শ্রমিক-জনতাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আর আমরা কৃষক ভাইদের আর্থিক প্রণোদনা দিয়ে কৃষিদ্রব্য সহজলভ্য করার মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করেছি। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। খাদ্য রপ্তানীও করতে পারছি।

বিশ্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকল সূচকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের আরও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে।

নতুন প্রজন্মের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি, উন্নত শিক্ষা, চিকিৎসা, আবাসন এবং পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের সম্পদ সীমিত। অন্য অর্থে দেশের ১৬ কোটি মানুষ আমার অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে।

সম্প্রতি অনেক বিদেশি অতিথি বাংলাদেশ ভ্রমণ করেছেন। দারিদ্র্য দূরীকরণে বাংলাদেশের অর্জন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং প্রশংসিত হয়েছে।

জাতিসংঘ নির্ধারিত 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অর্জন করেছি। একইসঙ্গে জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনের জন্যও আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের এই উন্নয়ন কর্মকান্ডকে বাধাগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র চলছে। রাজনীতির নামে চলছে মহল বিশেষের অপপ্রচার আর ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড। কিন্তু, জনগণ আর তাদের ষড়যন্ত্রে পা দেবে না। দেশের শান্তি ও উন্নয়নকামী জনগণকে নিয়ে আমরা সকল ষড়যন্ত্রের জবাব দেব। আমি সমবায়ী ভাই-বোনদের সহযোগিতা চাই।

সর্বশেষ আপনাদের আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই-জাতির পিতা সমবায়ীদের মাধ্যমে দেশের সম্পদকে কাজে লাগিয়ে এদেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সমবায়ের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য তিনি সমবায়ীদের কাছে অনেক সম্পদ হস্তান্তর করেছিলেন। আজ সময় এসেছে জাতির পিতার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে এই মহান নেতার আস্থার প্রতি সম্মান জানানোর।

দেশে টেকসই সমবায় গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে দক্ষ প্রশাসন, সৎ সমবায়ী নেতৃত্ব, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সমিতি ব্যবস্থাপনা এবং সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকার সমবায়ীদের সকল ধরণের সহযোগিতা প্রদান করবে।

আমি বিশ্বাস করি- ২০২১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ বিশ্বে আত্মমর্যাদাশীল উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবো। এ লক্ষ্য অর্জনে আমি আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা চাই।

জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মকান্ডর আমি সাফল্য কামনা করছি এবং এ দিবসের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...